কিংবদন্তির অতীত

ওয়ার্ল্ড অব মিথস

ভূমিকা

ফিলিপ ফার্নান্দেজ-আর্মেস্তো

অনুবাদ

আসাদ ইকবাল মামুন

ঐতিহ্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

নিশা ইকবাল

অনুবাদকের কথা

তিন বছর আগে ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত হয় আমার প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ, এডিথ হ্যামিল্টনের ‘মিথলজি’। এর বিষয়বস্তু ছিল গ্রিক এবং নর্স পুরাণ। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের পুরাণ নিয়ে কাজ করার। অবশেষে ‘ওয়ার্ল্ড অব মিথস’-এর নির্বাচিত অংশের অনুবাদ সম্পন্ন করলাম। ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন লেখক কর্তৃক রচিত মিশরীয় পুরাণ, মেসোপটেমীয় পুরাণ, পারস্য পুরাণ, চীনা পুরাণ, অ্যাজটেক-মায়া পুরাণ এবং ইনকা পুরাণকে একটি একক গ্রন্থের রূপ দেয়া হল। যুক্ত হল ফিলিপ ফার্নান্দেজ আর্মেস্তো'-র ভূমিকাটি।

ভূমিকা

কোনো জনগোষ্ঠীকে জানতে হলে, জানতে হবে তাদের পুরাণকে। কোনো জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে হলে এটিকে দেখতে হবে তাদের চোখেই–অর্থাৎ পুরাণের মধ্য দিয়ে। কোনো সংস্কৃতির মূলভাবকে উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন করতে হলে এর প্রতীকী ও পরোক্ষ উপস্থাপনাসমূহকে উন্মোচিত করার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের আচরণ তাদের জীবনের গাঠনিক সত্যতার চাইতে বেশি প্রভাবিত হয় তাদের বিশ্বাসের অলীকত্ব দ্বারা। পুরাণ হয়ে উঠে বাস্তবতা, কারণ, যদি মানুষ একে যথেষ্ট আবেগসহ বিশ্বাস করে, তবে তারা কাজ করে এর বশবর্তী হয়ে এবং তার জগৎকে নির্মাণ করে এর মতো করে।

পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সবারই আছে পুরাণ : ইতিহাস, নৈতিকতা এবং প্রকৃতিতে আমাদের অবস্থান নির্দেশক উপাখ্যানসমূহ—কালের বিপত্তিসমূহ, মঙ্গল এবং অমঙ্গলের পথসমূহ, আমাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়াসমূহ। পুরাণ ব্যতিরেকে আমরা জানতে পারতাম না—কী আমাদের আত্মপরিচয়, কী হত আমাদের আচরণ কিংবা অন্য সম্প্রদায়সমূহ থেকে কীভাবে আমরা নিজেদেরকে আলাদা করব। হয়ত আমরা হয়ে পড়তাম হতবুদ্ধি—এমনকি এখন আমরা যতটুকু দিকভ্রান্ত হয়ত হয়ে পড়তাম তার চাইতেও অধিক বিভ্রান্ত—কীভাবে ব্যবহার করতে হবে পৃথিবীকে, কী আচরণ করতে হবে অন্য প্রজাতিগুলোর সাথে, কারণ এসব বিষয়ের উপর আমাদের পূর্বপুরুষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরাণ রেখেছিল এক বিশেষ ভূমিকা—যে সব সিদ্ধান্ত দ্বারা আমরা শৃঙ্খলিত না হলেও শর্তাধীন।

এই গ্রন্থের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ব্যাপক ও বিচিত্র, লেখকগণের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র–কিন্তু এতে অতৃপ্তির কিছু নেই। 'সর্বপুরাণের সোপান' বলে কিছু নেই। এক্ষেত্রে এককের অনুসন্ধান এক মরীচিকা মাত্র। পুরাণসমূহ বিভিন্ন—এদের উৎস-সংস্কৃতির মতোই স্বতন্ত্র। এদের তুলনা হতে পারে কেবল—বিচ্ছিন্নভাবে। বিষয়বস্তুর নির্বাচনও সাদৃশ্যবিহীন—কারণ এটিকে পরিপূর্ণভাবে সামগ্রিক বা সুশৃঙ্খল করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের বিষয়সূচিকে শ্রেণীবিভক্ত করার উপায়সমূহের কোনো সীমারেখা নেই। এর পরিবর্তে আমরা অনুসন্ধান করব পুরাণ যে তিনটি প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে : ইতিহাস, নৈতিকতা এবং প্রকৃতি।

পুরাণ এবং ইতিহাস

ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পুরাণ হয়ে উঠে অতীতের ভার্সন যা ব্যাখ্যা করে বর্তমানকে : এগুলো আমাদের যে সব চেতনাকে ছাঁচ প্রদান করে সেগুলো হল—আমরা

কী, আমরা এখানে কীভাবে এলাম এবং আমরা কীভাবে আমাদের চাইতে ভিন্নতর প্রজাতিসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ এক জাগতে মানিয়ে চলব। অনিবার্য না হলেও পুরাণ সচরাচর অসত্য ; এগুলো সর্বদাই স্রেফ সত্যের চাইতে অতিরঞ্জিত কিছু। এগুলো এদের ক্ষমতার জন্য সত্যের উপর নির্ভর করে না, এগুলোকে আমাদের কতটা প্রয়োজন তার উপর নির্ভর করে। তাই অনেক ইতিহাস পৌরাণিক এবং সব পুরাণই ঐতিহাসিক। পুরোনো ধাঁচের ইতিহাস গ্রন্থগুলো সাধারণত শুরু হয় পুরাণ দ্বারা, যা বর্ণনা করে সেই সব কাহিনী যেগুলো সম্প্রদায়সমূহ বলত তাদের নিজেদের উদ্ভব সম্বন্ধে। পারস্যের 'শাহ্নামা' এমন একটি গ্রন্থ, যা ইতিহাসকে সংযুক্ত করে এমন এক কাল্পনিক অতীতের সাথে, যা স্মৃতির অতীত। একই কথা প্রযোজ্য 'পোপোল ভুহ্'-এর ক্ষেত্রে, যা 'কুইশ মায়া'-র কাহিনীগুলোর এক মূল্যবান সংকলন, যেখানে সৃষ্টির উপাখ্যানগুলো, প্রজাতির বংশবৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি-বীরদের ক্রিয়াসমূহ মিশে যায় উচ্চভূমির রাজবংশের ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে। চীনে 'ঝিয়া' রাজবংশের পুরাণ এবং 'ঝু'-এর সু-নথিবদ্ধ ইতিহাসের মধ্যে রয়ে গেছে একগুচ্ছ কিংবদন্তি, যেগুলো প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে শনাক্তযোগ্য। মেসোপটেমীয় 'গিলগামেশ মহাকাব্য'-কে আপাতভাবে পুরোপুরি কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে হলেও, এর বীরের নামটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য এক রাজার নামের সাথে সাদৃশ্যময় যিনি খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তবিংশতম শতকে 'ইউরুক'-এর পঞ্চম রাজা ছিলেন বলে উল্লেখিত।

অনেক ভিন্নতর ভৌগোলিক অবস্থানেও পুরাণের মূলভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে–এবং তাই এই গ্রন্থেও একই কথা সত্য– কারণ কিছু মানবীয় অভিজ্ঞতা এবং কিছু ঐতিহাসিক সমস্যা সংস্কৃতি নিরপেক্ষ।

সাংস্কৃতিক বহুত্বের সমস্যাটি এগুলোর অন্যতম, কারণ প্রতিটি সংস্কৃতি অন্যগুলো সম্বন্ধে সচেতন, যেগুলো পরস্পর থেকে মূল্যবোধ এবং রূপে ভিন্নতর, ভাষা এবং বিশ্বাসে ভিন্নতর, রুচি এবং প্রযুক্তিতে ভিন্নতর। প্রকৃতই মানব-অতীতের প্রধান অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর অন্যতম হল–এটি কেন এত বিচিত্র : অন্যান্য সামাজিক প্রাণীসমূহ, যেমন, এইপ, পিঁপড়া এবং হাতিদের আছে অনেক সাধারণ সংস্কৃতি, যেখানে, মানবজাতির–যাদের সবারই কেবলমাত্র ১,৫০,০০০ বছর আগে ছিল একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ এবং তাই এক সাধারণ সংস্কৃতি, তাদের চিন্তা ও আচরণ এখন অতি অসদৃশ। তাই পুরাণতাত্ত্বিকদের একটি প্রধান দায়িত্ব হল সেই পার্থক্যগুলোকে ব্যাখ্যা করা। আরেক প্রধান সমস্যা হল এগুলোকে তাদের নিজ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা। এর ফলাফল হল একটি সংস্কৃতির উপর অন্যটির শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করার প্রয়াস চালানো।

তাই আত্মপরিচয়ের পুরাণসমূহ প্রাধান্য বিস্তার করে কিংবদন্তির অতীতে। দৈব বা বীরসুলভ পূর্বপুরুষগণ পেল অদ্বিতীয় পুণ্যময় বংশানুক্রম, যা পবিত্র হয়ে উঠত দৈব নির্বাচনের মাধ্যমে : যেমন, আহুরা মাজদা প্রথম মরণশীল গায়োমার্তান থেকে সৃষ্টি করেন ইরনীদেরকে।

আবার, পুরাণ সম্প্রদায়সমূহকে শনাক্ত করে শত্রু শনাক্তকরণের মাধ্যমে। আত্মপরিচয় নির্ভর করে অন্যের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করার উপর, এবং পুরাণ সর্বদাই ক্ষতিকর পরিবর্তনে পরিপূর্ণ। যেমন ; ইরানের সীমান্তে তুর্কীরা যখন বিজয়ী হওয়ার অবস্থায় পৌঁছল তখন, ইরনীয় পুরাণে তাদেরকে শনাক্ত করা হল 'তুর্ইয়া' রূপে, যারা দৈব আনুকূল্য পেতে চাইছিল।

পুরাণের নৈতিকতা

পুরাণে আরোপিত আবেগকে আপাতভাবে এর জন্য যুক্তিযুক্ত মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, যে কোনো সম্প্রদায়ের জন্য সত্যের বিষয়টিকে মনে হয় হতাশাব্যঞ্জক : কাপুরুষতাসূচক, কলঙ্কময়, সহিংসতাপূর্ণ, প্রতারণা-নিপীড়ন-লোভ দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু, মানুষকে ইতিহাসে স্থান দেয়ার মতো, পুরাণ তাদেরকে একটি নৈতিক জগতেরও নিশ্চয়তা দেয়। আমাদের পুরাণ আমাদেরকে উপলব্ধি করতে শেখায় বীরদের উত্তরাধিকারীর মতো। আমাদের চোখের সামনে আদর্শ স্থাপন করে পুরাণ আমাদেরকে করে তোলে আত্ম-উন্নয়নমুখী।

নৈতিকতা সাংস্কৃতিক, কিন্তু মঙ্গলের ধারণাটি সার্বজনীন। সার্বজনীন সামাজিক মূল্যবোধ বা বিচারের আদর্শায়নে বিশ্বাস, যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে শুভকে আলাদা করা যায় অশুভ থেকে, তা মানুষের মাঝে এতটাই সাধারণ যে, এটিকে মনে হয় অতি প্রাচীন। অধিকাংশ সমাজের উদ্ভব-পুরাণে এটিকে উপস্থাপন করা হয় মানবজাতির আদিতম আবিষ্কারসমূহের অন্যতম বলে।

বাস্তবতার সাথে লড়াই এবং মঙ্গল ও অমঙ্গলের পারস্পরিক বর্জনশীলতা গঠন করে একটি দ্বান্দ্বিক মহাবিশ্ব, যা দুটি সংঘাতময় বা পরিপূরক নীতির সাম্য দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই অনেক আদিতম পুরাণে মহাবিশ্বকে দেখা হয় দ্বৈত শক্তির এক পরিপূরকতা রূপে যেমন, পুরুষ ও নারী, অথবা আলো ও অন্ধকার অথবা শুভ ও অশুভ।

একটি দ্বান্দ্বিক জগতের ধারণা নিশ্চিতভাবেই এই মতবাদে বিশ্বাসীদের পুরাণ এবং নৈতিকতার রূপ দান করে। বিগত তিন হাজার বছরে এটি চিন্তার বেশিরভাগ নতুন ব্যবস্থায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যেগুলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছে : কিন্তু ব্যতিক্রমী হল 'ডাওবাদ', চীনের উপর যার রয়েছে যথেষ্ট প্রভাব এবং বিশ্বের অনেক অংশে চিন্তার ইতিহাসে যেটি রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, এবং জরথুস্ত্রবাদ। দুটি চীনা সৃষ্টি পুরাণ 'ইন' এবং 'ইয়াং'-এর আবির্ভাবকে মহাজাগতিক 'কেওস'-এর ফলাফলরূপে বর্ণনা করে। নৈতিকতার সমস্যাসমূহের মুখোমুখি হওয়ার প্রচেষ্টাটি আলোকিত করে রাখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে পারস্য দেশীয় উপায়সমূহকে।

পুরাণের পরিবেশ-চিন্তা

পুরাণ ধারণ করে পরিবেশকে। 'পোপোল ভুহ্'-তে 'জিবালবা'-র প্রভুকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য বীর যমজদ্বয় তাদের জাদুকরী সহানুভূতিকে প্রয়োগ করে অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি। পাতাল লোকের নির্যাতন প্রকোষ্ঠসমূহে জোনাকি, ভিমরুল এবং জাগুয়ারগুলো যমজদ্বয়কে বাঁচাতে সাহায্য করে। জলবায়ুর চরম অবস্থা, বায়ুস্রোত ছিল ইরানীয় মালভূমির জনগোষ্ঠীর চরম শত্রু। তাই সংস্কৃতি-বীর 'ঈমা' স্থাপন করলেন এমন এক জগৎ, যা 'ঠাণ্ডা কিংবা উষ্ণ' যেকোনো বায়ুস্রোতের জন্য অভেদ্য ছিল।

পুরাণের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

স্মৃতি এবং কল্পনা হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া। চারণিক পরিক্রমায় এরা একে অন্যের সাথে মিশে যায়। আমাদের স্মৃতিগুলো যত পুরনো, তত বেশি কল্পনা একে আঁকড়ে ধরে।

যখন কোনো বিপর্যয় এই প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করে, তখন পুরাণসমূহ খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি পৌরাণিক ঐতিহ্যসমূহের সঞ্চালনে বিছিন্নতার এক বৈশ্বিক পর্ব। আধুনিকতার অনুষঙ্গসমূহ– পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান গতি, প্রথাগত সমাজসমূহের ক্ষয়, প্রাচীন রাষ্ট্রগুলোর বিলুপ্তি, নতুন প্রযুক্তিগুলোতে প্রথম প্রবেশ, আধুনিক বিপ্লব এবং যুদ্ধগুলোর ধ্বংসাত্মকতা– কিছু পুরাণকে করেছে অবমুক্ত, কিছু পুরাণকে করেছে অবরুদ্ধ।

পুনর্গঠিত হয়ে এগুলোর ঘটেছে পুনরাবির্ভাব ; কল্পনার রসায়নে পরিবর্তনের ফলে এগুলো এখন দখল করেছে ভিডিও মনিটর এবং সিনেমার পর্দা।

পুরাণের শক্তি অফুরন্ত। বিস্মৃত পুরাণ ফিরে আসছে ভিন্ন অবয়বে। পুরাণের দৈত্য, অবিস্মরণীয় অভিযানসমূহ এবং মহাজাগতিক যুদ্ধসমূহ ছড়িয়ে পড়ছে কম্পিউটার গেমসের মাধ্যমে। প্রযুক্তির শক্তি ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে পুরাণের শক্তিকে।

ফিলিপ ফার্নান্দেজ-আর্মেস্তো

সূচিপত্র

মিশরীয় পুরাণ– জর্জ হার্ট	১৫
মেসোপটেমীয় পুরাণ– হেনরিয়েটা ম্যাককল	৬৯
পারস্য-পুরাণ– ভেস্তা সারখোশ কার্টিস	১২৯
চীনা পুরাণ– আন্না বিরেল	১৮১
অ্যাজটেক এবং মায়া পুরাণ– কার্ল টব	২১৩
ইনকা পুরাণ– গ্যারি আর্টন	২৫১

মিশরীয় পুরাণ

জর্জ হার্ট

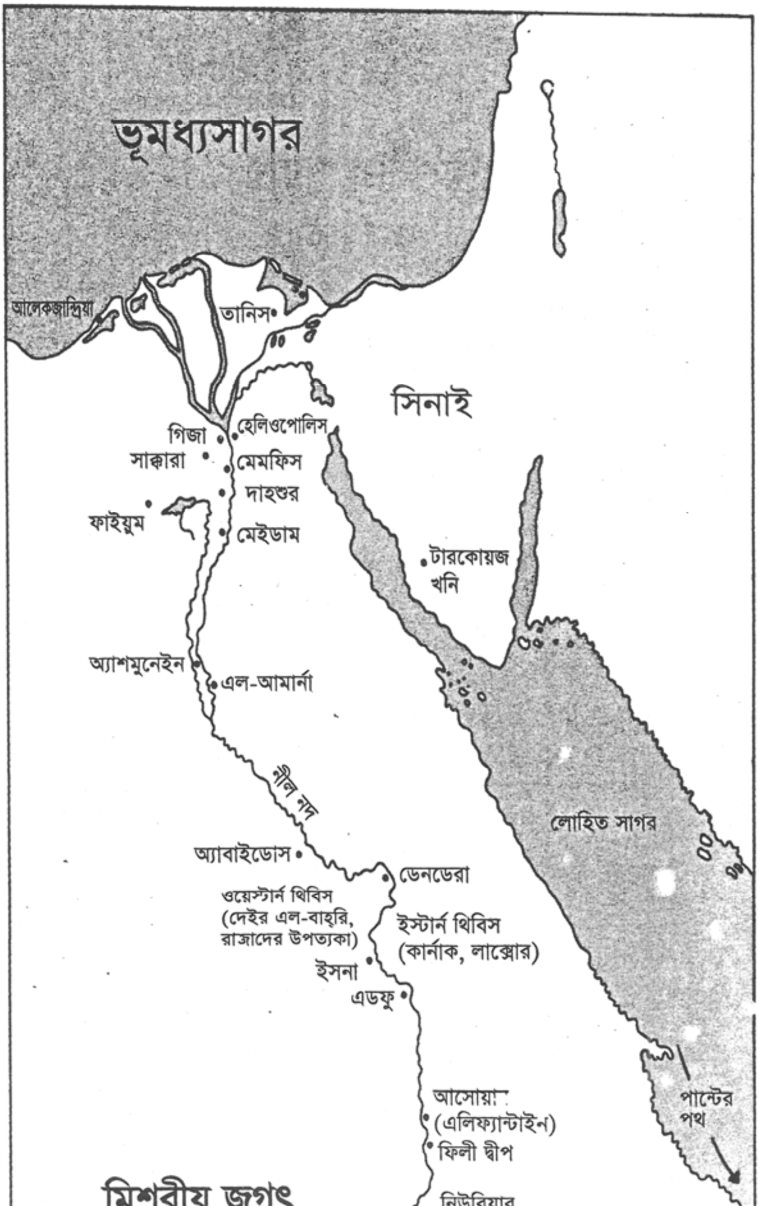
ভূমধ্যসাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
তানিস
সিনাই
হেলিওপোলিস
গিজা
সাক্কারা
মেমফিস
দাহশুর
ফাইয়ুম
মেইডাম
টারকোয়েজ খনি
অ্যাশমুনেইন
এল-আমার্না
নীল নদ
লোহিত সাগর
অ্যাবাইডোস
ডেনডেরা
ওয়েস্টার্ন থিবিস (দেইর এল-বাহ্‌রি, রাজাদের উপত্যকা)
ইস্টার্ন থিবিস (কার্নাক, লাক্সোর)
ইসনা
এডফু
আসোয়া
(এলিফ্যান্টাইন)
ফিলী দ্বীপ
পান্টের পথ
মিশরীয় জগৎ
নিউবিয়ার পথ

সূচিপত্র

সৃষ্টির লৌকিক উপাখ্যানসমূহ	১৯
রাজত্বের পুরাণ	৩৬
‘জাদুর রানি’, আইসিস	৪৯
সূর্যদেবতার পাতালপুরীতে গমন	৫৯

সৃষ্টির লৌকিক উপাখ্যানসমূহ

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কার দ্বারা এবং কীভাবে সৃষ্টি হল তা মিশরীয়দেরকে চিরকাল ধরে করেছে আলোড়িত। জগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তন সংক্রান্ত তিনটি তত্ত্ব বিবৃত হয়েছিল তিনটি প্রাচীন নগরীর ঐতিহ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে—হেলি-ওপোলিস, হার্মোপোলিস এবং মেমফিস।

প্রধান উৎসসমূহ

মহাবিশ্ব সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করার জন্য এই গ্রন্থের শুরুতেই আমাদেরকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহের মধ্যে। হায়েরোগ্লিফসমূহের কলামগুলোকে ৪,৩০০ বছর আগে খোদাই করা হয়েছিল সাক্কারাতে রাজা ওয়েনিস (খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৫০ সন)-এর পিরামিডের দ্বারমণ্ডপ এবং পাথরের শবাধার-কক্ষে, যেটি ছিল রাজনগরী মেমফিসের সমাধিক্ষেত্র। এ উৎকিরণ-কর্মের উদ্দেশ্য ছিল সূর্যদেবতার নৈকট্যের মাঝে রাজার জন্য একটি পরজন্ম অর্জন করা। 'প্রাচীন রাজত্বকাল' (খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪৯ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২১৫২) এই ঐতিহ্যটি লালন করল সযত্নে। 'পিরামিড পাঠসমূহ' নামে পরিচিত জাদুমন্ত্র এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের এই সংকলনগুলো মিশরীয় সমাধি গৃহগুলোতে কেন্দ্রীভূত জটিল চিত্রকর্মসমূহকে মূল্যায়িত করার সুযোগ এনে দিল। এটি সৃষ্টি করল পৃথিবীর আদিতম ধর্মীয় রচনা-সংকলন।

হেলিওপোলিসের সূর্যদেবতা

উত্তর-পূর্ব কায়রোর শহরতলিগুলোর ভূ-গর্ভে অবস্থান করে 'ইয়ুনু'-র ধ্বংসাবশেষসমূহ, একদা যেগুলোকে মনে করা হত প্রধানতম এবং প্রাচীনতম পুণ্যস্থানসমূহের অন্যতম বলে। এটি গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসের কাছে 'হেলিওপোলিস' বা 'সূর্যনগরী' নামে পরিচিত ছিল, যিনি মন্দিরসমূহে উৎসর্গ সম্পন্ন হওয়ার দু হাজার বছরেরও অধিক পরে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন। এখানে বিদ্বজ্জনেরা ঊর্ধ্ব এবং নিু মিশরের একীভূতকরণের